মোবাইল বিড়ম্বনার নানা দিক

সাজেদুর রহমান

দেশের প্রায় অর্ধকোটি মানুষ এখন মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে। এই ব্যবহারে বিভিন্ন সুবিধার পাশাপাশি নানা ধরনের বিড়ম্বনা-বিপদও দেখা দিচ্ছে। মোবাইল চুরি, ছিনতাই, নকল সেট, অশ্লীল মেসেজ প্রভৃতি যেন নাগরিক জীবনের বিড়ম্বনা হয়ে উঠছে। বাড়ছে হয়রানি।

প্রতিদিন খোয়া যাচ্ছে ১০ হাজার মোবাইল!

দেশে ব্যবসারত চারটি মোবাইল কোম্পানির প্রতিদিনের পুনঃসংযোগ বা সিম প্রতিস্থাপনের হিসাব রীতিমতো চমকপ্রদ। প্রতিদিন গড়ে সাড়ে ৬ হাজার গ্রাহক পুনঃসংযোগ নিচ্ছেন। এর প্রধান কারণ ফোন পকেটমারি, চুরি, ছিনতাই ও হারিয়ে যাওয়া। সিমকার্ড বাতিল হয়ে পুনঃসংযোগ নিচ্ছেন এমন সংখ্যাও কম নয়। সব মিলিয়ে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১০ হাজার মোবাইল ফোন খোয়া যাচ্ছে বলে জানালেন গ্রামীণফোনের কাস্টমার সার্ভিস সেন্টারের চিরঞ্জীব সরকার। চিরঞ্জীব জানালেন, গ্রামীণফোনের ঢাকায় ২টি কাস্টমার সার্ভিস সেন্টারে প্রতিদিন ৬ হাজার গ্রাহকসমাগম ঘটে। এদের একটা বড় অংশ আসে সিমকার্ড প্রতিস্থাপনের জন্য।

গ্রামীণফোনের গুলশানস্থ ইনফো সেন্টারে নতুন সিমকার্ড সংগ্রহ করতে আসে দৈনিক ৭০০ থেকে ৯০০ গ্রাহক। মতিঝিলের সেনাকল্যাণ ভবনের গ্রামীণ কাস্টমার সেন্টারে গত ৭ মে সর্বোচ্চ রেকর্ড ১ হাজার ৭২৮টি সিম পুনঃসংযোগ দেয়া হয়েছে। গুলশান ২ নম্বরে ল্যান্ডমার্ক টাওয়ারের একটেল মোবাইল কোম্পানির কাস্টমার সার্ভিস সেন্টারে গত এক সপ্তাহে ৫৮৮টি সিম পুনঃসংযোগ দেয়া হয়েছে। নতুন আসা বাংলালিংকের গুলশান অফিসে গত সপ্তাহে ১ হাজার ১৭২ জন গ্রাহক এসেছিল সিমকার্ড পুনঃসংযোগের জন্য। অবশ্য সিমকার্ড পুনঃসংযোগের ব্যাপারটা কমে যাচ্ছে বলে জানালেন একটেলের খুলনা বিভাগের প্রকৌশলী শফিউল আযম তুহিন। তিনি বলেন, 'সিমকার্ড পুনঃসংযোগ করতে একজন গ্রাহকের ৫৭৫ টাকা জমাসহ বিভিন্ন খরচে প্রায় ১ হাজার টাকা পড়ে যায়। আর নতুন সিমের দাম ১৮০ থেকে ২০০ টাকা। গ্রাহকরা তাই নতুন সিম কিনতেই আগ্রহ বেশি দেখাচ্ছে।'

অবশ্য সিমকার্ড পুনঃসংযোগের ঝামেলা খুব একটা পোহাতে হয় না সিটিসেলের। গত এক সপ্তাহে গ্রাহক এসেছে ৪০০-র মতো।

খোয়া যাওয়া মোবাইল যায় কোথায়

খোয়া যাওয়া মোবাইলের ৮০ ভাগই যাচ্ছে ছিনতাইকারী, চোর ও পকেটমারদের হাতে। একটি বিশেষ জায়গায় তারা মোবাইল সেটগুলো জড়ো করে বিশেষ কৌশলে সেগুলোকে নতুন করে আবার বাজারজাত করছে। অভিজাত মার্কেটের শোরুমে কিংবা দোকানে বিক্রি হচ্ছে চোরাইকৃত মোবাইল সেট। আর এই মোবাইল সেট কিনে প্রতিদিন প্রতারিত হচ্ছে অগণিত মানুষ।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে মোবাইল চুরি-ছিনতাইয়ের বিশাল সিন্ডিকেটের সন্ধান পাওয়া যায়। ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ- এ দু'টি ভাগে রয়েছে দুটি সিন্ডিকেট। উত্তর বিভাগের নেতা হাসান এবং দক্ষিণ বিভাগে মাঈনুল। এরা দু'জনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ থেকে পাস করা ছাত্র। দু'জনেরই বাড়ি ঝালকাঠি। পৈতৃক সূত্রে তারা বিপুল বিত্ত-বৈভবের মালিক এবং ছাত্র-জীবনেও ছিল মেধাবী। তারপরও তারা পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে মোবাইল ছিনতাই নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণ। জানা গেছে, মোবাইল ছিনতাই এবং পরবর্তী কর্মকান্ডের মাধ্যমে তারা কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করছে।

ঢাকার প্রায় প্রতিটি রাস্তা এবং অলিগলিতে মোবাইল ছিনতাইকারী রয়েছে। পাড়া বা মহল্লার ছিঁচকে মাস্তান দ্বারা ছিনতাইকৃত মোবাইলটিও মোবাইল চেইনের মাধ্যমে সিন্ডিকেটের কাছে চলে আসে।

অভিযোগ রয়েছে, এ সিন্ডিকেটের প্রধান কার্যালয় পল্টনের সিটি হার্ট ভবন। এছাড়াও পল্টন কমিউনিটি সেন্টার, ইস্টার্ন প্লাজার পঞ্চম ও অষ্টম তলা, নাহার প্লাজা এবং স্টেডিয়াম মার্কেটের রাজু ইলেকট্রনিক্সের সামনে এদের নিয়মিত পদচারণা।

ঢাকা শহরের ছিনতাই হওয়া অধিকাংশ মোবাইল প্রথমে চলে যায় স্টেডিয়াম মার্কেটে। মার্কেটের নিচতলায় পেছনের দিকে একটি দোকানে এবং দোতলায় জমা করা হয় এসব মোবাইল। নিচতলা এবং দোতলায় বেশ কয়েকটি মোবাইল মেরামতের দোকান রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সেগুলো মোবাইল মেরামত নয় বরং চোরাই মোবাইল মেরামতের দোকান। এখানে চোরাই মোবাইল আনার সঙ্গে সঙ্গেই এর কেসিং বা হাউজিং (মোবাইল ফোনের ওপরের খোলস) পরিবর্তন হয়ে যায়। যে সেটগুলো একটু পুরনো সেগুলোর কেসিং পাল্টে নতুন কেসিং এবং ব্যাটারি লাগানো হলেই একেবারে নতুন হয়ে যায়। এছাড়াও পুরনো মোবাইলে বডি স্প্রে করে রঙ করা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে স্ক্র্যাচ থাকলে তাও পেইন্ট করে দেয়া হচ্ছে। ঢাকা শহরের অধিকাংশ মোবাইলের শোরুমেই নতুন বলে যেসব মোবাইল বিক্রি হয় সেগুলোর একটি বড় অংশ যায় এখান থেকে। সে কারণেই বড় মার্কেট, বড় দোকান থেকে নতুন মোবাইল কিনেও অনেকে বেশি দিন ব্যবহার করতে পারেন না। দেখা যায় ব্যাটারি চার্জ হয় না, মনিটরের লাইট জ্বলে না, শব্দ সমস্যাসহ নানা সমস্যা থাকে নতুন কেনা এসব মোবাইল ফোনে।

৭৮ শতাংশ মোবাইল সেট অবৈধ

দেশে অবৈধভাবে মোবাইল ফোন সেটের আমদানি বিপুল পরিমাণে বেড়ে গেছে। ফলে সরকার প্রায় ১,৮০০ কোটি টাকার রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বৈধ পথে আমদানির ওপর শুল্ক হার বেশি থাকায় অবৈধ আমদানি আরো বেড়ে গেছে বলে আমদানিকারকরা অভিযোগ করেছেন। এক হিসাবে দেখা গেছে, ২০০৪ সালে দেশে প্রায় ৩০ লাখ মোবাইল সেটের বাজারে বৈধ পথে আমদানির পরিমাণ ছিল মাত্র ৮ লাখ। বৈধ আমদানিকারকদের ধারণা, ২০০৫ সালের ডিসেম্বর নাগাদ দেশে মোবাইল সেটের বাজারের আকার দাঁড়াবে অর্ধকোটির মতো। এর মধ্যে বড় জোর ৫ লাখ সেট বৈধ পথে আসতে পারে।

গ্রাহকরা তাদের পুরনো মোবাইল সেট পরিবর্তন করে বাজার থেকে নতুন সেট কিনলেও এখানে কোনো শুল্ক কর নেই। ফলে এই বাজার সম্পূর্ণভাবে চোরাচালান ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে। গত কয়েক বছর ধরে মোবাইল ফোন সেটের ওপর প্রযোজ্য কর কাঠামো ঘন ঘন পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। ২০০২ সালের মার্চ মাসে প্রতিটি মোবাইল সেটের গড় শুল্ক ছিল ৪ হাজার টাকা। এর আগে বিভিন্ন হারে মোট শুল্ক ছিল ৫১ দশমিক ৭৫ শতাংশ। কিন্তু এর মাত্র এক মাস পর ওই বছর এপ্রিল মাসে এই গড় শুল্কের পরিমাণ ৪ হাজার থেকে ২ হাজার ৫০০ টাকায় কমিয়ে আনা হয়। ২০০৩ সালের জুন মাসে গড় শুল্ক হার দুই স্তরে বিন্যাস করে ৩ ও ৪ হাজার টাকায় নির্ধারণ করা হয়। বর্তমানে এই শুল্কহার ১ হাজার ৫০০ টাকা।

মোবাইল চুরি বা ছিনতাই রোধে মোবাইল সেটের অবৈধ বাজার গড়ে উঠেছে এমন সব মার্কেটে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসালে ভালো ফল পাওয়া যাবে বলে অনেকে মনে করছেন। তবে এর আগে ব্যান্ডরোল প্রথা চালু করা যেতে পারে। মূল হ্যান্ডসেট এবং মোড়কে এই ব্যান্ডরোল লাগালে সিগারেট এবং কোমল পানীয়ের মতো কর আদায়ে যেমন গতি আসবে তেমনি কমবে চোরাই সেট।

মোবাইল চুরি-ছিনতাইয়ের বিশাল সিন্ডিকেটের সন্ধান পাওয়া যায়। ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ- এ দু'টি ভাগে রয়েছে দুটি সিন্ডিকেট। উত্তর বিভাগের নেতা হাসান এবং দক্ষিণ বিভাগে মাঈনুল। এরা দু'জনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ থেকে পাস করা ছাত্র। দু'জনেরই বাড়ি ঝালকাঠি...

যেভাবে ছিনতাই বা চুরি হচ্ছে

এনজিও কর্মী সৈকত শুভ্র আইচ মনন বলেন, 'চাকরির কারণে প্রায় বিভিন্ন জেলায় যেতে হয়। রাত-বিরাতে পথেই থাকতে হয়। এ পর্যন্ত তিনবার ছিনতাইয়ের কবলে পড়েছি। কখনো গলিতে রিকশা ঠেকিয়ে, কখনো প্রধান সড়কে সিএনজি করে যাবার পথে ছিনতাই হয়েছে। আসলে ঢাকা শহরে ছিনতাইয়ের কবলে পড়েনি এমন লোকের সংখ্যা অনেক কম।' একটেলের প্রকৌশলী শফিউল আযমও ৩ বার ছিনতাইয়ের কবলে পড়েছেন। 'গত ফেব্রুয়ারির ২৭ তারিখে নাবিস্কো মোড় থেকে সিএনজি নিয়ে হোটেল শেরাটনের দিকে রওনা দিতেই সিএনজি ড্রাইভার হঠাৎ করেই গতি স্লো করে। ঠিক সেই সময় দু'দিক থেকে দু'জন ছিনতাইকারী সিএনজিতে ওঠে। তারা টাকা ও মোবাইল কেড়ে নিয়ে চোখে ঝাঁঝালো পদার্থ দিয়ে সিএনজি থেকে নামিয়ে দিলো।' বললেন আযম। টিএন্ডটি কর্মকর্তা হাসান কমরুল জানান, 'পহেলা বৈশাখে রমনা পার্কে হাজার হাজার মানুষের ভিড়ের মধ্যে আমার মোবাইল ছিনতাই হয়েছে। আমি মোবাইলে কথা বলছিলাম, হঠাৎ একজন আমার হাত থেকে মোবাইলটা কেড়ে নিয়ে পেছনদিক চালান করে দিলো। আমি কিছু বলতে যাবো, দেখি আরো ২-৩ জন অস্ত্র হাতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি কিছু না বলে সেখান থেকে সরে পড়লাম।' উল্লিখিত ছিনতাইয়ের ঘটনায় কেউই থানা-পুলিশের শরণাপন্ন হননি, অবশ্য অনেকে থানা পর্যন্ত যান। ঢাকার রাজারবাগ ও মিরপুর থানায় গত এক সপ্তাহে ২১৮টি মোবাইল ছিনতাই ঘটনার রেকর্ড রয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ঢাকার মোবাইল ছিনতাইকারী চক্রের সক্রিয়তা সবচেয়ে বেশি মতিঝিল, দিলকুশা, গুলিস্তান, মালিবাগ, মৌচাক, মগবাজার, বাংলামোটর, ফার্মগেট, রোকেয়া সরণি, আসাদগেট, দারুস সালাম, মিরপুর ১০ নম্বর ও গোলচক্কর, মহাখালী, নিউমার্কেট, পলাশী, ফুলবাড়িয়া, সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল ও যাত্রাবাড়ীতে। এসব স্থানে ছিনতাইকারীরা চোখে জ্বালাপোড়া সৃষ্টিকারী মলম এবং অজ্ঞান করার তরল ওষুধ সঙ্গে নিয়ে ছিনতাই করে থাকে।

অশ্লীল মেসেজ ও প্রতারণা

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে মিসকল দিয়ে বিরক্ত করার পাশাপাশি মেসেজ ও অশ্লীল পিকচার মেসেজ পাঠানো এখন নতুন উপদ্রব হিসেবে দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি সাইফুল বারী বাপ্পী নামে এক যুবককে গ্রেপ্তারের পর বিষয়টি আলোচনায় আসে। বিষয়টির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে র‍্যাব এ চক্রকে খুঁজে বের করতে মাঠে কাজ করছে। র‍্যাব সূত্র

ঢাবিতে মোবাইল ছিনতাই নেটওয়ার্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও হলগুলোতে মোবাইল চোর-ছিনতাই নেটওয়ার্ক সক্রিয় রয়েছে। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা এ নেটওয়ার্কটির আওতায় মূলত দলের বহিরাগতরা নিয়মিতভাবে এ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে মোবাইল চুরি ও ছিনতাইকালে ধরা পড়লেও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে কোনো ধরনের শাস্তি ভোগ করতে হয়নি তাদের। এর ফলে আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে নেটওয়ার্কটি। মোবাইল ব্যবহারকারী ছাত্রছাত্রীদের সব সময় ভয়ে থাকতে হয় ছায়া মোবাইল চোরের।

শিক্ষার্থী-শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টরা জানান, কলাভবন এলাকা, চারুকলার সামনে, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমী, দোয়েল চত্বর, টিএসসি, ফুলার রোড, মল চত্বর, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, চানখাঁরপুল ও বিভিন্ন আবাসিক হলগুলোতে নিয়মিত মোবাইল চুরি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে থাকে।

জানা গেছে- ছাত্র, বহিরাগত ও বিভিন্ন হলে কর্মরত ক্যান্টিনবয় মিলিয়ে প্রায় ৬০ জন এ নেটওয়ার্কের সঙ্গে জড়িত। এদের অনেককে বিভিন্ন সময় পুলিশ গ্রেপ্তার করলেও দলীয় প্রভাবশালী নেতারা ছাড়িয়ে এনেছেন। কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনের রাস্তায় ছিনতাইকালে পুলিশ ছাত্রদলের তিন নেতাকে গ্রেপ্তার করে। এরা হলো ইমতিয়াজ কবির চৌধুরী, শরিফুল ইসলাম রাসেল ও তারেক ছাব্বির আহমেদ। এর কিছুদিন আগে গোয়েন্দা পুলিশ ব্রিটিশ কাউন্সিলের সামনে থেকে ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত একটি বহিরাগত গ্রুপকে গ্রেপ্তার করে। এ গ্রুপে ছিল আব্দুল্লাহ ইসমাইল জ্যোতি, সৈয়দা সুরভী পারভীন ওরফে জ্যোৎস্না ওরফে জয়া ও সজল কুমার গোলদার। এরা জেল থেকে বেরিয়ে এসে আবার জড়িয়ে পড়েছে ওই নেটওয়ার্কে।

সম্প্রতি গোয়েন্দা সংস্থাগুলো হলে মোবাইলসহ বিভিন্ন চুরি-ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িতদের একটি তালিকা তৈরি করেছে। সেই তালিকায় রয়েছে জিয়া হলের জোহান, রানা, বাবু; এফ রহমান হলের রসি, বাবর; জসীমউদ্‌দীন হলের জয়, ফয়সাল, জাহাঙ্গীর; মুহসীন হলের জহির, বহিরাগত শাহেদ; এসএম হলের হিমেল, রাসেল ও শান্ত; সূর্যসেন হলের হীরা, জুয়েল, পাভেল ও রাসেল।

– শেখ আশরাফ আলী

জানিয়েছে, মোবাইল ফোন সন্ত্রাসের সবচেয়ে বেশি শিকার নারীরা। একশ্রেণীর বখাটে তরুণ-যুবক যখন-তখন মেতে ওঠে সর্বনাশা এ খেলায়। তাদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে অনেক যুবতী সম্ভ্রম হারিয়েছেন এমন তথ্যও রয়েছে র‍্যাবের হাতে। র‍্যাব হেড কোয়ার্টার্স সূত্রমতে, প্রতিদিন র‍্যাবের বিভিন্ন ইউনিটে গড়ে ৫০-৬০টি অভিযোগ জমা পড়ছে। এর মধ্যে বেশির ভাগ অভিযোগকারী মহিলা। র‍্যাব অফিসে টেলিফোন করেও অনেকে এ ধরনের অভিযোগ করছেন। পিকচার মেসেজে মাঝেমধ্যে যা থাকে তা এতোই অশ্লীল যে, অনেকে এসে মোবাইল ফোনটি র‍্যাব সদস্যদের হাতে তুলে দিয়ে যান।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এক কর্মকর্তার স্ত্রী মোবাইলে 'ইউ আর মাই হার্ট, আই লাভ ইউ' লেখা মেসেজ পেতেন মধ্যরাতে। এক পর্যায়ে মেসেজের ভাষা হয়ে ওঠে অশ্লীল। তখন ওই মহিলা বাধ্য হয়ে বিষয়টি তার স্বামীকে জানান। স্বামী ওই নম্বরে (০১৮৮৪৯৩৯২৭) ফোন করলে অপর পক্ষ থেকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেয়া হয় এবং অশ্লীল মেসেজ পাঠানোর সংখ্যা বেড়ে যায়। অগত্যা ওই ব্যক্তি তার স্ত্রীসহ সরাসরি মোবাইল ফোন নিয়ে চলে যান র‍্যাব ৩-এর অফিসে। এই প্রতিবেদক উল্লিখিত নম্বরে ফোন করেও একাধিকবার অশালীন বক্তব্য শুনেছেন। এ বিষয়ে একটেল অফিসে যোগাযোগ করা হলে গ্রাহকদের তথ্য গোপনীয়তার কারণে তারা কোনো তথ্য দেয়নি। এ বিষয়ে র‍্যাব ৩-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, তারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছেন বলে জানান। র‍্যাব সূত্র জানায়, 'এক স্কুলশিক্ষকের কাছেও এমনি মেসেজ আসতো। অভিযোগ পেয়ে তারা গত ১৮ এপ্রিল মোঃ সাইফুল বারী বাপ্পী নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে। সাইফুল জানায়, সে ও তার বন্ধুরা প্রায়ই অপরিচিত নাম্বারে অশ্লীল মেসেজ পাঠায়। র‍্যাব সূত্র আরো জানায়, 'এই মোবাইল ভায়োলেন্ট ঠেকাতে র‍্যাবকে তথ্যপ্রযুক্তির একটি নিজস্ব নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হলে দুর্বৃত্তদের দ্রুত শনাক্ত ও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হতো।' ঢাকা সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী এ প্রসঙ্গে বলেন, নারীদের মেসেজ পাঠানোর ক্ষেত্রে নারী নির্যাতন মামলাসহ তারা মানহানি মামলা করতে পারে। আর এ জাতীয় মামলার শাস্তি হিসেবে জেলসহ জরিমানাও হতে পারে।

ইদানীং ফোনে মেয়েকণ্ঠের রিং করে বলে, 'চাকরি আপনাকে খুঁজছে আমরা মেধাবী ও শিক্ষিত খুঁজছি। আপনাকে আমরা সিলেক্ট করেছি। আমাদের অফারে রাজি হলে, Y2... (যেকোনো কোড নম্বর) চাপুন।' গ্রাহক সুললিত কণ্ঠের নারীর কথায় রাজি হয়ে নির্দিষ্ট বাটন চাপে ঠিকই কিন্তু এরপর আর কোনো ফোনে যোগাযোগ নেই। মাস শেষে বিল দিতে এসে দেখা যায় অতিরিক্ত বিল আসছে। গ্রাহকদের প্রতারিত করে তাদের অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের জন্য অনেক প্রতারকচক্র এভাবে প্রতারণা করছে।

সিমকার্ড নিয়ে ব্যবসা

'ইজি কমিউনিকেশন' নামে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ৫৬ পশ্চিম পান্থপথে পাওয়া যায়। এরা পুরো ঢাকা শহরে ৫০-৬০টি ফোন-ফ্যাক্সের দোকানে বিভিন্ন সময়ে গ্রামীণ ও বাংলালিংকের সিমকার্ড সরবরাহ করেছে। এই সিমকার্ডগুলো থেকে মিনিটে ২ টাকা করে কলচার্জ ধরা হয়। ইজি কমিউনিকেশন এতো কম মূল্যে কিভাবে সংযোগ দেয় কেউ জানে না, ব্যবসায়ীরাও ভালোভাবে বলতে পারেন না। এমনকি বাংলালিংকের কর্মকর্তারাও জানেন না তাদের সিমকার্ড এভাবে ব্যবহার হচ্ছে। এ বিষয়ে ইজি কমিউনিকেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে প্রতিষ্ঠানের লোকজন 'যা পারেন লেখেন' বলে পাল্টা হুমকি দেয়। সংস্থার এমডি হিসেবে পরিচিত এমকেএ শ্রাবণের ০১৯১৪৯১৯৯১, ০১৮৯০২৪০২৪ ও ০১৮৯০২৪০২৫ নম্বরে অনেকবার যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি। তবে সংস্থাটি পান্থপথের অফিসটি পরিবর্তন করে লালমাটিয়া নিয়ে যাবে বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তার এক গ্রাহক জানায়।

সরকার প্রায় ১,৮০০ কোটি টাকার রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বৈধ পথে আমদানির ওপর শুল্ক হার বেশি থাকায় অবৈধ আমদানি আরো বেড়ে গেছে বলে আমদানিকারকরা অভিযোগ করেছেন। এক হিসাবে দেখা গেছে, ২০০৪ সালে দেশে প্রায় ৩০ লাখ মোবাইল সেটের বাজারে বৈধ পথে আমদানির পরিমাণ ছিল মাত্র ৮ লাখ